ভোরের কাগজ

JAN 19 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... .

সাড়ে তিন বছর পর ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলন আগামী মার্চে

রাশিদুল হাসান ।। বহুল প্রতীক্ষিত ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী মার্চে। দীর্ঘ ৩ বছর ৪ মাস পর এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ছাত্রলীগের একটি সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। মার্চের শেষ সপ্তাহে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে সম্মেলন অনুষ্ঠানের খবরকে দলের ত্যাগী এবং হতাশ নেতাকর্মীরা স্বাগত জানিয়েছেন।

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতি বছর সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কমিটি গঠন করার কথা থাকলেও গত ৩ বছরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সম্মেলনের মধ্য দিয়ে কমিটি গঠন করে ছাত্রলীগকে গতিশীল করতে আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকরা অবশেষে সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য চাপ দিয়েছেন ছাত্রলীগকে। ১৯৯৮ সালে সর্বশেষ অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বাহাদুর বেপারী এবং অজয় কর খোকনকে যথাক্রমে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এই কমিটির এক বছর যেতে না যেতেই ছাত্রলীগের কার্যক্রমে প্রায় স্থবিরতা নেমে আসে — এ অভিযোগ করেছেন ছাত্রলীগের মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। বিশেষ করে গত অক্টোবরের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অপ্রত্যাশিত খারাপ ফলাফলের পর ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা দেখা দেয়। নির্বাচনের পর প্রায় দেড় মাস ছাত্রলীগের কোনো কেন্দ্রীয় নেতাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দেখা না যাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়ে সাধারণ নেতাকর্মীরা। নির্বাচনের রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে রাতের আঁধারে প্রায় গোপনে ছাত্রলীগ নেতাদের হল ছেড়ে চলে যাওয়ার বিষয়টিও ক্ষুব্ধ করে তোলে নেতাকর্মীদের। ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন নির্বাচনের পর আজ পর্যন্ত ঢা.বি. ক্যাম্পাসে আসেননি।

গত ৩ মাসে ছাত্রলীগ ঢা.বি ক্যাম্পাসে কোনো মিছিল-সমাবেশ করতে সক্ষম হয়নি। হরতাল, তেল-গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি বিভিন্ন ইস্যুতেও তারা ঢা.বি ক্যাম্পাসে এমনকি মিছিলও করতে সক্ষম হয়নি। এর আগে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী বিভিন্ন সমাবেশে বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার ছাত্রলীগ নেতাকর্মী রয়েছে। তাদের ডাক দিলেই তারা হাজির হবে দলের যেকোনো প্রয়োজনে। দলের ত্যাগী নেতাকর্মীরা বলেছেন, যেখানে '৭৫-এর ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ছাত্রলীগ ঢা.বি ক্যাম্পাসে মিছিল করেছে সেখানে নির্বাচনে হেরে গিয়ে সেই অজুহাতে ছাত্রলীগের ক্যাম্পাসে কোনো কার্যক্রম না থাকা কোনোভাবেই বর্তমান নেতৃত্বের গতিশীলতার পরিচয় বহন করে না। ছাত্রলীগের বর্তমান নেতৃত্ব ১ অক্টোবরের পর ঢা.বির বিভিন্ন হল থেকে বিতাড়িত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হলে তোলার বিষয়েও কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। এ বিষয়ে ঢা.বির অধিকাংশ নেতাকর্মী হতাশা ব্যক্ত

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

সাড়ে তিন বছর পর

● শেষের পাতার পর

করে বলেছেন, এ অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের পক্ষে আর টিকে থাকা সম্ভব নয়। কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, নেতারা আমাদের খোঁজখবরটি পর্যন্ত নেন না, কিভাবে কোথায় আছি। ক্যাম্পাসে মিছিল-মিটিং না করা প্রসঙ্গে ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী বলেন, আমরা যেকোনো সময়ই ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করতে পারি। সে ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। তবে বর্তমানে যে পরিস্থিতি তাতে কোনো নেতাকর্মী বা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায়দায়িত্ব কে নেবে। তিনি বলেন, ছাত্রদলের সঙ্গে আমরা সংগ্রাম করবো 'ইন্টেলেকচুয়াল'ভাবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ছাত্রলীগের ১৩৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির মাত্র ৩০-৩৫ জন সদস্য বর্তমানে সক্রিয়। বাকিরা ব্যবসা-বাণিজ্য, সংসার, চাকরি প্রভৃতি কাজে যুক্ত থেকে সংগঠন থেকে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন। কয়েকজন সদস্য বিদেশেও অবস্থান করছেন।

বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছাত্রত্ব রয়েছে মাত্র ৭ জনের। এরা হলেন বাহাদুর বেপারী, লিয়াকত সিকদার, আশরাফুল আজিম রুবন, খান মাইনুল হোসেন মোস্তাক, মিহির কান্তি ঘোষাল, বিপুল সরকার, ইকবাল হোসেন ভুঁইয়া।

অন্যদিকে ছাত্রলীগ ঢা.বি শাখার ৪১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির মধ্যে সক্রিয় রয়েছেন ১০/১২ জন। এ কমিটিতে বেগ শাহীন জাহান, দেলোয়ার হোসেন, ইমন, লিটন, দেবাশীষ এবং মানিকের ছাত্রত্ব রয়েছে।

ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটি ৩ বছরের অধিক সময়কাল পার করলেও ৮৪টি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে ৫০টিতে আজ পর্যন্ত তারা সম্মেলন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হয়নি।

এমন স্থানও রয়েছে, যেখানে গত ৮ বছর ধরে ছাত্রলীগের কমিটি নেই। সম্মেলন ছাড়া প্রেস রিলিজের মাধ্যমে কমিটি করা হয়েছে এ রকম জেলার সংখ্যা ২০টি। এমনকি খোদ ঢাকা মহানগরী উত্তর বা দক্ষিণ কোনোটাতেই কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ছাত্রলীগের কমিটিতে স্থান পাওয়া অধিকাংশ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ছাত্রদল থেকে ছাত্রলীগে যোগ দিয়েছিল। এটিও বর্তমানে ঢা.বি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার একটি কারণ বলে জানা যায়। জসীম উদদীন হলের সাধারণ সম্পাদক, জিয়া হলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সূর্যসেন হলের সাধারণ সম্পাদক, মুহসীন হলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, এফ এইচ হলের সাধারণ সম্পাদক এরা সবাই ছাত্রদল থেকে ছাত্রলীগে যোগ দেওয়া কর্মী।

সম্মেলন অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারিত না হলেও জানা যায় পল্টন ময়দানই ছাত্রলীগের প্রথম পছন্দ। এ স্থানে সম্মেলন অনুষ্ঠানের অনুমতি না পেলে সেক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে [illegible] বা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন [illegible] প্রাঙ্গণে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে ছাত্রলীগের একটি সূত্র জানায়।

এদিকে আগামী ৩১ জানুয়ারি ছাত্রলীগের ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া আগামী ১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে ছাত্রলীগের জাতীয় কমিটির বর্ধিত সভা।